তিনটি চুরি একটি চোর

— আর্থার মরিসন

BanglaBook.org

তিনটি চুরি একটি চোর

□ The Leuton Croft Robberies □

আর্থার মরিসন

পনেরো-বিশ বছর আগেকার বড় বড় মামলাগুলির কথা যাদের মনে আছে, তারা অবশ্যই স্মরণ করতে পারবেন "বার্টলি বনাম বার্টলি এবং অন্যান্যরা" মামলাটির কথা ; কারণ প্রোবেট আদালতের সেই অসাধারণ মামলাটি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলেছিল এবং জনসাধারণের মনেও প্রচণ্ড আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। সেই মামলার বাদী পক্ষ এত বেশী সংখ্যক আর এমন সব উল্লেখযোগ্য ও অস্বাভাবিক সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করেছিল যাতে বিবাদী পক্ষ বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল এবং তাদের মামলা তাসের ঘরের মত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল। মামলাটির কথা সকলেরই বিশেষ করে মনে থাকার কথা এই কারণে যে সেই মামলাতেই বাদীপক্ষের সলিসিটর মেসার্স ক্লেলান, হাস্ট অ্যাণ্ড ক্লেলান একেবারে শূন্যে সৌধনির্মাণের মত প্রায় সাক্ষ্য প্রমাণবিহীন অবস্থা থেকে এমন সব অপ্রতিরোধ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর মামলাটিকে গড়ে তুলতে পেরেছিল যার ফলে ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের সুনাম রাতারাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটির সেই সুনাম যে আজও অক্ষুণ্ণ আছে—বস্তুত আরও বৃদ্ধি পেয়েছে—সে কথা বলাই বাহুল্য ; প্রতিষ্ঠানটির সুনাম আজ সর্বজনবিদিত। কিন্তু বাইরের অনেক মানুষই একটা খবর জানেন না যে সেদিনের সেই আশ্চর্য কর্মকাণ্ডের সমস্ত কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন মেসার্স ক্লেলান কোং-এর একজন হুবক করণিক যার উপর দেওয়া হয়েছিল সেই প্রায় হেরে-যাওয়া মামলার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব।

এই যুবকটি—তার নাম মিঃ মার্টিন হিউইট—অবশ্যই তার কৃতিত্বের উপযুক্ত পুরস্কার তার প্রতিষ্ঠান এবং মক্কেলের কাছ থেকে পেলেন ; সেই সঙ্গে অনুরূপ আইনগত কাজের সঙ্গে জড়িত অনেক প্রতিষ্ঠান থেকেও হিউইটের কাছে অনেক লোভনীয় প্রস্তাব এল যাতে সে সেই সব প্রতিষ্ঠানে কর্মী হিসাবে যোগ দেয়। সে সকল প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে হিউইট স্থির করল, কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি না নিয়ে সে স্বাধীনভাবে অনুরূপ কর্মে আত্মনিয়োগ করবে। এই হল প্রাইভেট গোয়েন্দারূপে মার্টিন হিউইটের আবির্ভাবের সূচনা ; আর তার সেদিনের সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্তই হয়েছিল তার প্রমাণ স্বীয় বৃত্তিতে তার আজকের উজ্জ্বল সাফল্য।

মিঃ মার্টিন হিউইটের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল একটা ছোটখাট দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেই পরিচয়ের পর অনেক বছর কেটে গেছে। প্রথম সাক্ষাৎকার ঘনিষ্ট বন্ধুতে পরিণত

www.BanglaBook.org

হয়েছে। হিউইটের অনেক অভিযানে আমি তার সঙ্গী হয়েছি এবং সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যও তাকে করেছি।

একদিন সে আমাকে বলল, "দেখ ব্রেট, জীবিত সাংবাদিকদের মধ্যে আমি তোমাকে একজন বিশিষ্ট মানুষ বলে মনে করি। তার কারণ কিন্তু এই নয় যে তুমি একজন চটপটে চালাক-চতুর সাংবাদিক ; আশাকরি এ-কথাটা তুমি নিজেও স্বীকার করবে ; আসল কারণটা হল, বেশ কয়েক বছর ধরে তুমি আমার ও আমার কাজকর্মের অনেক কিছুই জেনে ফেলেছ, কিন্তু আজও পর্যন্ত আমার কাজকর্মের খুঁটিনাটি গোপন কথাটি কখনও বাইরে ফাঁস করে দাও নি। তাই তুমি যখন বলছ যে আমাকে নিয়ে কিছু লিখতে চাও, তখন তুমি যদি সেগুলিকে লেখার যোগ্য বলে মনে কর তো লিখতে পার।"

মার্টিন হিউইটের তদন্তকর্মের অনেক কথাই আমি লেখার যোগ্য বলে মনে করি। এবং তার একটি এডভেঞ্চারের কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

* * *

স্ট্র্যাণ্ডের পার্শ্ববর্তী রাস্তা থেকে উপরে উঠে যাওয়া একটা নোংরা সিঁড়ির প্রথম ল্যাণ্ডিং-এর মুখেই একটা দরজা। তার মাথার উপরকার ধুলো-ভরা কাঁচের মাঝখানে একটিমাত্র শব্দ লেখা আছে "হিউইট", আর তার ডান-হাতি নীচু কোণে ছোট অক্ষরে লেখা "করণিকের আপিস।" একদিন সকালে একতলার করণিকরা সবে তাদের টুপিগুলো ঝুলিয়ে রেখেছে, এমন সময় একটি ছোটখাট, চশমাধারী, সুবেশ যুবক তাড়াতাড়ি ধুলোভরা দরজাটা খুলতেই অকস্মাৎ ভিতর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা একটি লোকের একেবারে বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

প্রথম যুবকটি বলল, "মাফ করবেন। এটা কি হিউইটের গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের আপিস ?"

অপরজন জবাব দিল, "হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়।" লোকটি বেশ শক্ত-সমর্থ, গোঁফ-দাড়ি কামানো, উচ্চতা মাঝারি, গোলগাল হাসিখুশি মুখ। "আপনি বরং করণিকের সঙ্গে কথা বলুন।"

বাইরের ছোট আপিসে আগন্তুক একটি চতুর চেহারায় ছেলেকে দেখতে পেল। আঙুলে কালি-মাখা হাতটা বাড়িয়ে সে তাকে একটি কলম ও একটুকরো ছাপানো কাগজ দিল। সেই ছাপানো কাগজে আগন্তুকের নাম ও সাক্ষাতের উদ্দেশ্য লেখা হয়ে গেলে সেটা নিয়ে ছেলেটি ভিতরে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে তাকে আপিসের ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে একটা লেখার টেবিলের ও-পাশে বসে ছিল স্বয়ং সেই শক্ত-সমর্থ লোকটি যে একটু আগেই তাকে করণিকের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল।

হাতের কাগজটা আর একবার দেখে নিয়ে সে হাসিমুখে বলল, "গুড মর্ণিং মিঃ লয়েড—মিঃ ভার্নল লয়েড। দর্শনার্থীদের সঙ্গে একটু সতর্ক হয়েই আমাকে দেখা করতে হয়—বুঝতেই তো পারেন সেটা অবশ্য কর্তব্য। আপনি স্যার জেমস্ নরিসের কাছ থেকে আসছেন দেখতে পাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, আমি তার সচিব। আমি শুধু বলতে এসেছি, যদি পারেন তো এই মুহূর্তে সোজা

www.BanglaBook.org

লেণ্টন ক্রফট্-এ চলুন; কাজটা অত্যন্ত জরুরী। স্যার জেমস্ তারই পাঠাতেন, কিন্তু আপনার বর্তমান ঠিকানাটা তার কাছে ছিল না। আপনি কি পরের ট্রেনেই যেতে পারবেন? প্যাডিংটন থেকে প্রথম ট্রেন পাবেন এগারোটা ত্রিশে।"

"বোধ হয় তাই। কাজটা কি সে সম্পর্কে কিছু জানেন কি?"

"বাড়িতে একটা ডাকাতির ব্যাপার, বরং আমার ধারণা কয়েকটা ডাকাতির ব্যাপার। "ক্রফট্"-এর আগন্তুকদের বিভিন্ন ঘর থেকে অলংকারপত্র চুরি যাচ্ছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে কয়েক মাস আগে—তা প্রায় এক বছর হবে। গত রাতে আবার চুরি হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি আপনি ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে সব কথা জানলেই ভাল হয়। স্যার জেমস্ আমাকে বলে দিয়েছেন আপনি যেতে রাজী হলে তাকে টেলিগ্রাম করে জানাতে হবে, যাতে নিজে স্টেশনে এসে আপনাকে অভ্যর্থনা করে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন। আমাকে তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে হবে, কারণ স্টেশনে পৌঁছতে তাকে দীর্ঘ পথ গাড়ি চালিয়ে আসতে হবে। তাহলে মিঃ হিউইট, আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি যাচ্ছেন? স্টেশনটা হচ্ছে টোয়াইফোর্ড।"

"হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি, যার ১১—৩০-এর ট্রেনেই। আপনিও কি সেই ট্রেনেই যাচ্ছেন?"

"না, শহরে যখন এসেই পড়েছি, কিছু কাজকর্ম সেরে যেতে হবে। গুড্ মর্ণিং; আমি এখনই তারটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

টোয়াইফোর্ড স্টেশনে স্যার জেমস্ নরিস একটা এক্কা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। স্যার জেমস্ দীর্ঘদেহ, উজ্জ্বলবর্ণ, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; বাইরে তার পরিচয় একজন ইতিহাসবিদ-রূপে, কিন্তু আশপাশের লোক জানে তিনি খুবই শিকারপ্রিয়, আর শিকার-চোরদের জ্বালাতনে উদ্বিগ্ন। হিউইটের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই ব্যারনেট তাড়াতাড়ি গোয়েন্দাটিকে তার এক্কায় তুলে নিলেন। বললেন, "সাত মাইলেরও বেশী পথ আমাদের যেতে হবে। যেতে যেতেই দুঃখজনক ব্যাপারটা আপনাকে সবিস্তারে বলব। সেইজন্যই আমি নিজে এসেছি, এবং একা এসেছি।"

হিউইট মাথা নাড়ল।

"লয়েড হয়তো আপনাকে বলেছে, কাল রাতে আমার বাড়িতে একটা ডাকাতি হয়েছে বলে আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। যতদূর বুঝতে পারছি, এই নিয়ে তিন তিনটে ডাকাতি একই লোকের অথবা একই দলের কাজ। গতকাল পড়ন্ত বিকেলে—"

হিউইট বাধা দিয়ে বলল, "মাফ করবেন স্যার জেমস্। আমার অনুরোধ আপনি প্রথম ডাকাতি থেকেই শুরু করুন এবং পুরো কাহিনীটাকেই পর পর বলে যান। এতে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যায় এবং তার আসল আকৃতিটাও ধরা পড়ে।"

"খুব ভাল কথা! এগারো মাসের মত আগে আমার বাড়িতে একদা বহুজনের সমাবেশ ঘটেছিল; তাদের মধ্যে ছিলেন কর্নেল হিথ ও মিসেস হিথ—মহিলাটি আমার মৃতা স্ত্রীর জনৈক আত্মীয়া, আর কর্নেল হিথ কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন খুব বেশীদিন হয়নি—তিনি ছিলেন

www.BanglaBook.org

একটি ভারতীয় স্বাধীন রাজ্যের পলিটিক্যাল রেসিডেণ্ট। মিসেস হিথের নানা রকম অলংকারের ভাণ্ডারটি বেশ বড়ই ছিল—তার মধ্যে ছিল একটি অত্যন্ত মূল্যবান ব্রেসলেট, তাতে বসানো ছিল একটি দুষ্প্রাপ্য বিশেষ ধরনের মুক্তো—হিথ যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে আসেন সেই রাজ্যের মহারাজা মিসেস হিথকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছিলেন, ব্রেসলেটটি ছিল তারই অন্যতম উপহার।

"ব্রেসলেটটি ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য, তার সোনার কারুকর্ম ছিল পাখির পালকের মতই হাল্কা, আর মুক্তোটির কথা তো আগেই বলেছি। সেরকম আকার ও গুণের মুক্তো সহসা দেখা যায় না। যাই হোক, একদিন সন্ধ্যার পরে হিথ ও তার স্ত্রী এখানে এলেন; পরদিন লাঞ্চের পরে অন্য সকলে শিকার করতে বেরিয়ে গেলে আমার মেয়ে, আমার বোন (সে মাঝে মাঝেই এখানে আসে), ও মিসেস হিথ ফার্ণ-সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ নিয়ে বেড়াতে যাবে স্থির হল। আমার বোনটির সাজগোজ করতে একটু দেরি হয়: সকলে যখন তার জন্য অপেক্ষা করছিল তখন আমার মেয়ে মিসেস হিথের ঘরে যায়, আর মিসেস হিথ ও মেয়েদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী তাকে নিজের রত্ন-ভাণ্ডার দেখাতে বসে যান। আমার বোনটি সেজেগুজে তৈরী হলে তারা সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে: পাছে বেশী দেরি হয়ে যায় তাই অলংকারপত্রদিও ঘরের মধ্যেই ছড়ানো অবস্থায় পড়ে থাকে। তখন অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ব্রেসলেটটিও ড্রেসিং-টেবিলের উপরেই ছিল।"

"এক মিনিট। আর দরজাটা?"

"দরজায় তারা তালা লাগিয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে তখন দু-একটি নতুন চাকর ছিল বলে আমার মেয়েই চাবি লাগাবার কথাটা বলেছিল।"

"আর জানালা?"

"সেটা ওরা খোলা রেখেই গিয়েছিল; সেই কথাই তো আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, তারা বেড়িয়ে ফিরে এল, সঙ্গে লয়েড, তার হাতে সকলের সংগৃহীত ফার্ণগাছ (পথে তার সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল)। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। প্রায় ডিনারের সময়। মিসেস হিথ সোজা তার ঘরে চলে গেলেন। আর—ব্রেসলেট উধাও।"

"ঘরের অন্যসব জিনিসপত্র?"

"সব কিছু যেমনটি ছিল তেমনই আছে, কেবল ব্রেসলেটটি ছাড়া। কেউ দরজায় হাত দেয় নি, তবে আগেই বলেছি জানালাটা খোলাই ছিল।"

"পুলিশে নিশ্চয় খবর দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ; সকালেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে একজন লোকও এসেছিল। দেখতে বেশ ছিমছাম, চালাক-চতুর। ড্রেসিং-টেবিলের দিকে তাকিয়ে সেই প্রথম খেয়াল করল যে, ব্রেসলেটটা যেখানে ছিল সেখান থেকে দু-এক ইঞ্চির মধ্যেই একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি পড়ে ছিল। বাড়ির কারোরই সেদিন দেশলাই জ্বালাবার কোন দরকার হয় নি। আর কেউ যদি দেশলাই জ্বালাতও সে কখনই পোড়া কাঠিটাকে ড্রেসিং-টেবিলের ঢাকনার উপর ছুঁড়ে ফেলত না। সুতরাং যদি ধরেও নেওয়া যায় যে

www.BanglaBook.org

চোরই দেশলাইটা ব্যবহার করেছিল তাহলে তো ডাকাতিটা নিশ্চয়ই করা হয়েছিল যখন ঘরটা অন্ধকার হয়ে আসছিল—বস্তুত মিসেস হিথ ফিরে আসার অব্যবহিত আগেই। স্পষ্টই বোঝা যায় যে চোর দেশলাই ধরিয়েছিল, অতি দ্রুত চারদিকে ছড়ানো জিনিসপত্রের উপর সেটা ঘুরিয়েছিল এবং সব চাইতে মূল্যবান জিনিসটি নিয়ে সরে পড়েছিল।"

"অন্য কিছুই খোয়া যায় নি?"

"কিচ্ছু না। তাহলে তো চোর জানালা দিয়েই পালিয়েছিল, যদিও কেমন করে পালাল সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। ভ্রমণকারী দলটি বাড়ি ফেরার সময় জানালাটা ভাল করেই দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু তাদের চোখেও কিছুই পড়ে নি। অবশ্য তারা ফিরে আসার ঠিক আগেই ডাকাতিটা হয়ে গিয়েছিল।

"জানালাটার কাছাকাছি কোন জলের পাইপও ছিল না, কিন্তু যে মইটা সাধারণত আস্তাবলের উঠোনে রাখা হয় সেটা লনের এক পাশে পড়ে ছিল। অবশ্য মালি বুঝিয়ে বলল, প্রথম বিকেলে মইটা ব্যবহার করার পরে সেই ওটাকে লনের ধারে রেখে দিয়েছিল।"

"অবশ্য এটাও তো হতে পারে যে তারও পরে পুনরায় সেটাকে ব্যবহার করে আবার সেখানেই রেখে দিয়েছিল।"

"স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোকটিও ঠিক এই কথাই বলেছিল। আশেপাশে কোন অপরিচিত লোককেও দেখা যায় নি। তাছাড়া, কোন অপরিচিত লোকের পক্ষে কাজটা করাও সম্ভব নয়। বাড়ির চাকররা একসঙ্গে এসে জানিয়েছিল, তাদের সকলের বাক্স-প্যাটরা তল্লাসী করা হোক। আমার নিজের জিনিস হলে আমি হয়তো কিছুতেই সে কাজটি করতাম না, কিন্তু এ যে অতিথির জিনিস। তাই বাধ্য হয়ে তাদের সব কিছু খুলে দেখা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সমস্ত ব্যাপারটাই এখনও এক মহা রহস্যই রয়ে গেছে। প্রথম ডাকাতির ব্যাপারে আমি এই পর্যন্তই জানি। সব বুঝতে পারলেন?"

"ওঃ, হ্যাঁ; জায়গাটা একবার দেখলে আমি হয়তো কিছু প্রশ্ন করতাম, কিন্তু এখন সেটা থাক। তারপর কি হল?"

স্যার জেমস্ বলতে শুরু করলেন, "তারপরের ঘটনা একটা দুর্ভাগ্যজনক প্রবঞ্চনার ব্যাপার। এমন কি আজও আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে এটাও সেই একই লোকের কাজ। মিসেস হিথের ঘটনার প্রায় চার মাস পরে—এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে—আমার মেয়ের স্কুলের সহপাঠিনী মিসেস আর্মিটেজ নামক একটি বাল-বিধবা মেয়ে আমাদের বাড়িতে এসে সপ্তাহখানেক ছিল। মিসেস আর্মিটেজ খুবই কর্মঠ যুবতী; বাড়িতে ঢোকার আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্থির করল আমার মেয়ে ইভাকে নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে গ্রাম দেখতে বের হবে। বিকেলেই তারা বেরিয়ে গেল, ফিরল অনেক দেরিতে ডিনারের সময় পার করে। মিসেস আর্মিটেজের একটা সাধারণ ছোট সোনার ব্রুচ ছিল—জিনিসটা মোটেই দামী নয়, দুই-তিন পাউণ্ড হতে পারে বলে আমার ধারণা; সব সময় ব্রুচটাকে

www.BanglaBook.org

সে উপরের জামা বা ঐ ধরনের কোন পোশাকের সঙ্গে আটকে রাখত। বেরিয়ে যাবার আগে ব্রুচটাকে সে আটকে রেখে গিয়েছিল ড্রেসিং-টেবিলের পিন-কুশনের গায়ে। তার ঠিক পাশেই রেখে গিয়েছিল একটা আংটি—বেশ দামী আংটি বলেই আমার ধারণা।"

হিউইট প্রশ্ন করল, "এটাও কি সে একই ঘরে যেখানে মিসেস হিথ্ ছিলেন?"

"না; এ ঘরটা এই বাড়ির অপর একটা অংশে। তারপর—ব্রুচটিও উধাও হল—কে যেন মুহূর্তের মধ্যে সেটাকে হাতিয়ে নিল। মিসেস আর্মিটেজ ফিরে এসে দেখল, পিন-কুশনের কিছুটা জায়গা ছেঁড়া, ব্রুচটাকে কেউ টেনে তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আংটিটা যেখানে ছিল সেখানেই পাওয়া গেল, অথচ সেটার দাম একটা ব্রুচের বারো গুণের সমান। মিসেস আর্মিটেজ নিজে দরজায় তালা লাগিয়েছিল কিনা সেটা স্মরণ করতে পারল না, যদিও সে ফিরে এসে দরজায় তালা লাগানো দেখেছিল; কিন্তু আমার বোন-ঝি—সারাক্ষণ সে বাড়িতেই ছিল—একবার কি প্রয়োজনে সে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজায় তালা দেখে ফিরে এসেছিল। আর জানালার ব্যাপারে—সেদিন সকালেই জানালার কাঠের শার্শিটা ভেঙে গিয়েছিল আর মিসেস আর্মিটেজ একটা ব্রাশকে শার্শির আট-দশ ইঞ্চি নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে শার্শির পাল্লাটাকে খুলে রেখেছিল; সে ফিরে এসে শার্শি, ব্রাশ ইত্যাদি সব কিছুই যথাস্থানেই দেখতে পেয়েছিল। এখন এ কথা তো আপনাকে বলাই নিষ্প্রয়োজন যে একটা ভাঙা জানালা দিয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢোকা এবং সব কিছু এমন কি ব্রাশটাকে পর্যন্ত আবার ঠিক জায়গায় রেখে দেওয়া একটা প্রায় অবাস্তব ব্যাপার।"

"তা তো বটেই। আমি কি ধরেই নিতে পারি যে ব্রুচটা চুরি হয়েই গেছে? আমি বলতে চাই যে মিসেস আর্মিটেজ সেটাকে ভুল করে অন্য কোথাও রেখে দেয়নি তো?"

"ওঃ, সেটা হতেই পারে না! খুব ভাল করেই খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল।"

"আচ্ছা, এ ব্যাপারে আর কিছু কথা হয়েছিল কি?"

চাকর-বাকরদের খুব ভালভাবে জেরা হয়েছিল, তাতে কোন ফল হয় নি। এ রকম একটা ছোট ব্যাপার নিয়ে থানা-পুলিশ করাটা মিসেস আর্মিটেজ পছন্দ করে নি, যদিও আমি খুবই নিশ্চিত ছিলাম যে এটা কোন অসাধু ভৃত্যেরই কাজ। একজন চাকর একটা ব্রুচ সরাতে পারে, কিন্তু একটা দামী আংটি সরাবার সাহস তার হবে না, কারণ তা নিয়ে অনেক বেশী হৈ-চৈ হবার সম্ভাবনা থাকেই।"

"হ্যাঁ একটা নতুন চোরের বেলায় সেটা হতেই পারে, আবার হাতের কাছে যা পাওয়া যায় সেটাই টেনে-ছিঁড়ে তুলে নেওয়াও তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিছুই নিঃসন্দেহ বলা যায় না। যাই হোক, এই দুটো চুরিকে আপনি একসূত্রে গাঁথলেন কেমন করে?"

"প্রথম কয়েক মাস দুটো ঘটনাকে সম্পূর্ণ আলাদা বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু মাসখানেক আগে ব্রাইটনে মিসেস আর্মিটেজের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সেখানেই কথাপ্রসঙ্গে আমি মিসেস হিথের ব্রেসলেট চুরির ঘটনাটা বলেছিলাম। টেবিলের উপরে রাখা দেশলাইয়ের কাঠির কথাটা বলতেই সে বলে উঠল: "কী আশ্চর্য! আমার ব্রুচ-চোরও তো ড্রেসিং টেবিলের উপর একটা দেশলাইয়ের

www.BanglaBook.org

কাঠি ফেলে গিয়েছিল!"

হিউইট মাথা নাড়ল। বলল, "আচ্ছা, নিশ্চয় কাঠিটা পোড়া ছিল?"

"হ্যাঁ, একটা পোড়া কাঠি। পিন-কুশনের পাশেই সেটাকে দেখতে পেয়ে সে নিজেই কাঠিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল; সে-কথা সে কাউকে বলেও নি। তবু আমার কাছে ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত মনে হল। উভয় ক্ষেত্রেই একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে চুরি-যাওয়া বস্তুটির ইঞ্চিখানেক দূরে টেবিল-ঢাকনার উপরে। ফিরে গিয়ে কথাটা লয়েডকে বলেছিলাম; সেও আমার সঙ্গে একমত হল যে ব্যাপারটা অর্থবহ।"

"মোটেই না", হিউইট মাথা নেড়ে বলে উঠল। "এখনও পর্যন্ত ব্যাপারটাকে মোটেই অর্থবহ বলা যায় না, যদিও এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার আছে। আপনি তো জানেন, অন্ধকারে সকলেই দেশলাই জ্বালিয়ে থাকে।"

"সে যাই হোক, দুটি ঘটনার মিল আমার কাছে এতই অর্থবহ মনে হয়েছিল যে আমি ব্রুচের ঘটনাটা পুলিশকে জানালাম, যাতে তারা খোঁজ করতে পারে ওটা কোথাও বন্ধক রাখা হয়েছে কিনা।"

"ঠিক কাজই করেছেন। তারপর?"

"তারপর—পুলিশ খোঁজ পেল। একটি স্ত্রীলোক সেটা বন্ধক রেখেছিল লণ্ডনে—চেলসির একটা দোকানে। কিন্তু সেটা বেশকিছুদিন আগেকার কথা, দোকানের মহাজন স্ত্রীলোকটির চেহারা-ছবি সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। যে নাম-ঠিকানা সে দিয়েছিল সেটাও ভুল। কাজেই ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে যায়।"

"ব্রুচ হারানোর তারিখ এবং বন্ধকী টিকিটের তারিখের মধ্যবর্তী সময়ে আপনার কোন চাকর কি কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল?"

"না।"

"ব্রুচটাকে যেদিন বন্ধক দেওয়া হয়েছিল সেই তারিখে আপনার সব চাকর কি বাড়িতে ছিল?"

"হ্যাঁ। খোঁজটা আমি নিজেই ভাল করে নিয়েছিলাম।"

"খুব ভাল। তারপর কি হল?"

"গতকাল—আর এইজন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমার মৃত স্ত্রীর বোন গত মঙ্গলবার এখানে এসেছে; যে ঘর থেকে মিসেস হিথের বেসলেট চুরি গিয়েছিল সেই ঘরেই তাকে থাকতে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে ছিল একটা সেকেলে প্যাটার্নের ব্রুচ; তাতে তার বাবার একটা ছবি ছিল, আর ছিল তিনটে উজ্জ্বল রত্ন আর কয়েকটি ছোট পাথর।···আমরা ক্রফট্-এ পৌঁছে গেছি। বাকিটা ঘরে বসেই আপনাকে বলব।"

হিউইট ব্যারনেটের হাতের উপর নিজের হাতটা রাখল। বলল, "গাড়িটা থামাবেন না স্যার জেমস্, আর একটু এগিয়ে চলুন। ভিতরে ঢুকবার আগে সমস্ত ব্যাপারটার একটা ধারণা করে নিতে

www.BanglaBook.org

চাই!" স্যার জেমস্ নরিসন ঘোড়ার মাথাটা সোজা করে বলতে শুরু করলেন : "গতকাল পড়ন্ত বিকেলে আমার শ্যালিকা পোশাক বদলাতে বদলাতেই আমার মেয়েকে কিছু বলার জন্য পাশের ঘরে চলে যায়। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরে তিন মিনিট, বড় জোর পাঁচ মিনিটও কাটে নি তার মধ্যেই নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখে, ব্রুচটা টেবিল থেকে উধাও হয়ে গেছে। এবার কিন্তু জানালাটা শক্ত করে বন্ধ করা ছিল, আর কেউ সেটা খোলার চেষ্টাও করে নি। অবশ্য দরজাটা খোলাই ছিল। কিন্তু আমার মেয়ের ঘরের দরজাও তো খোলা ছিল, যে কেউ সেখান দিয়ে হেঁটে গেলেই তারা শুনতে পেত। কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা, যে ঘটনা আমাকেই ভাবিয়ে তুলেছে যে সত্যি আজ আমি জেগে আছি কি না, ঘটনা হল ব্রুচটা যেখানে ছিল তার থেকে যতটা কাছে সম্ভব পড়ে ছিল একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি—আর সেটা ঘটেছে পরিষ্কার দিনের আলোয়!"

হিউইট নাকটা ঘসল, চিন্তিত মুখে সামনের দিকে তাকাল। বলল, "হুম—নিশ্চয় বিস্ময়কর। আর কিছু?"

"আপনি নিজের চোখেই যা দেখতে পাবেন তার চাইতে বেশী কিছু বলার নেই। ঘরটা তালাবন্ধ করে রেখেছি এবং আপনি এসে পরীক্ষা করে না দেখা পর্যন্ত নজর রাখার ব্যবস্থা করেছি। আমার শ্যালিকা আপনার নাম শুনেছে, আর তার কথামতই আপনাকে ডেকে এনেছি। অন্য কোন জিনিস নয়, আমার বাড়িতে এসে সে যে ঐ ব্রুচটাই হারাল এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ; কি জানেন, তার মা যখন এটা রেখে মারা যান তখন এই ব্রুচটা নিয়েই দুই বোনের মধ্যে একটু মন-কষাকষি হয়েছিল। এখন আমার অবস্থার কথাটা একবার ভাবুন। একটি বছরের মধ্যেই তিনটি মহিলা পর পর একই রহস্যজনকভাবে আমার বাড়িতে এসে তিনটি জিনিস হারালেন, অথচ আমি চোরের কোন পাত্তাই করতে পারছি না! এ তো ভয়ংকর কথা! লোকে তো আর এ-বাড়িমুখোই হবে না। অথচ আমার কিছুই করার নেই!"

"আহা, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তো আছি। আপনি বরং এবার ফিরে চলুন। ভাল কথা, আপনি কি বাড়িটার কোনরকম রদ-বদল করার কথা ভেবেছেন?"

"না। এ-কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

"আমার মনে হয়, অন্তত পক্ষে বাড়িটা রং করার এবং কিছু কারুকার্য করার কথা আপনি ভেবে দেখতে পারেন স্যার জেমস্। কারণ আমি চাই যে এখানে (চাকরদের কাছে) আমি একজন স্থপতি, বা নির্মাতা হিসাবেই সব কিছু দেখতে এসেছি। আমার আসল কাজের কথা কাউকে বলেন নি তো?"

"একটা শব্দও না। আমার আত্মী-স্বজন আর লয়েড ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না। সঙ্গে সঙ্গেই আমি সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করেছি। আর আপনার ছদ্ম-পরিচয়ের জন্য স্থপতি তো হতেই পারেন, আপনার যা খুশি তাই হতে পারেন। আপনি যদি কেবল চোরটিকে ধরতে পারেন, আর এই ভয়াবহ অবস্থার অবসান ঘটাতে পারেন, তাহলেই আমার সব চাইতে বেশী উপকার করা

www.BanglaBook.org

হবে—আর আপনার পারিশ্রমিকের ব্যাপারে আপনি সাধারণত যা নিয়ে থাকেন আমি সানন্দে তাতেই রাজী আছি, আর তার উপরে আরও তিন শ' দেব।"

মার্টিন হিউইট মাথাটা নোয়াল। "আপনি খুবই বদান্য স্যার জেমস্; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমিও সাধ্যমত চেষ্টা করব। এই কাজই আমার জীবিকা, কাজেই পারিশ্রমিকটা ভাল হলে আমারও কাজের আগ্রহ অবশ্যই বাড়ে, যদিও আপনার এই কেসটার নিজস্ব একটা বাড়তি আকর্ষণও আছে।"

"অতি অসাধারণ ঘটনা! আপনি কি তা মনে করেন না? এখানে আছেন তিনটি মানুষ, তিনজনই মহিলা, তারা এসেছেন আমারই বাড়িতে, দুজন তো একই ঘরে থেকেছেন, তিনজনেরই পর পর একটি করে অলংকার চুরি হয়েছে, প্রত্যেকটাই ড্রেসিং-টেবিল থেকে, প্রতি ক্ষেত্রে চোর ফেলে গেছে একটি ব্যবহৃত দেশলাইয়ের কাঠি। এ সবই ঘটেছে একটি চোরের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য—এমন কি অসম্ভবও বলা যায়—পরিস্থিতিতে, অথচ কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!"

"দেখুন স্যার জেমস্ আমরা কিন্তু এখনও সে কথা বলব না; আমরা আরও খোঁজ-খবর করব। আর তিনটে ডাকাতিকে একসঙ্গে জড়িয়ে বিচার করার প্রবণতা সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আবার আমরা অতিথি-ভবনের ফটকে পেঁছে গেছি। ঐ কি আপনার মালী—প্রথম চুরির দিন যে মইটাকে লনের পাশে ফেলে রেখেছিল বলে আপনি আগেই বলেছেন?" মিঃ হিউইট বাগান-পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত একটি লোককে দেখিয়ে বলল।

"হ্যাঁ; আপনি কি ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?"

"না, না; এখন তো কোন মতেই নয়। বাড়ির চেহারা পাল্টে দেবার কথাটা ভুলে যাবেন না। আমার ইচ্ছা, যদি আপত্তি না থাকে তো প্রথমেই আমি সেই ঘরটা দেখতে চাই যেখানে মহিলাটি—মিসেস—" হিউইট জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

"আমার শ্যালিকা? মিসেস কাজেনোভ। ওঃ, হ্যাঁ, আপনি এখনই তার ঘরে যাবেন।"

"ধন্যবাদ। আমি মনে করি, মিসেস কাজেনোভও সেখানে হাজির থাকলে ভাল হয়।"

দুজনই গাড়ি থেকে নামল। একটি ছোকরা এসে ঘোড়া ও গাড়ি দুই-ই নিয়ে গেল।

মিসেস কাজেনোভ মধ্যবয়সী মহিলা, ক্ষীণতনু ও ফ্যাকাসে, তবে কাজকর্মে দ্রুত ও উৎসাহী। মার্টিন হিউইটের নাম শুনে তিনি মাথাটা ঈষৎ নুইয়ে বললেন: "এত দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ হিউইট। যে চোর আমার জিনিস আত্মসাৎ করেছে তাকে ধরার ব্যাপারে যে কোন সহায়তার জন্যই যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব সে কথা বলাই বাহুল্য। আপনি এখনই আমার ঘরটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।"

ঘরটা তেতলায়—বাড়ির এই অংশটার একেবারে উপরের তলা। দেখা গেল, সাজগোজের কিছু জিনিসপত্র ঘরের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে।

"আমি কি ধরে নিতে পারি যে", হিউইট প্রশ্ন করল, "ব্রুচটা চুরি যাওয়ার সময় ঘরটা ঠিক এই

www.BanglaBook.org

অবস্থায়ই ছিল ?"

"অবিকল এই অবস্থায়", মিসেস কাজেনোভ জবাব দিলেন। "পাছে ঘরটার কিছু অদল-বদল ঘটে তাই আমি অন্য একটা ঘরে আছি এবং কিছু অসুবিধাকেও মেনে নিয়েছি।"

হিউইট ড্রেসিং-টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, "এটাই তাহলে সেই পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি ? এটা কি ঠিক এখানেই ছিল ?"

"হ্যাঁ।"

"ব্রুচটা কোথায় ছিল ?"

"প্রায় একই জায়গায়। ইঞ্চিখানেকের চাইতে বেশী দূরে নয়।"

হিউইট কাঠিটাকে ভাল করে দেখল। তারপর বলল, "খুব সামান্য পুড়েছে। মনে হয় জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই নিভে গেছে। কাঠিটাকে বাক্সে ঠোকার শব্দ আপনি শুনতে পেয়েছিলেন ?"

"আমি কিছুই শুনতে পাই নি ; কিচ্ছু না।"

হিউইট প্রস্তাব করল, "আপনি যদি এক মুহূর্তের জন্য মিস নরিসের ঘরে একবার আসেন তাহলে একটা পরীক্ষার চেষ্টা করতে পারি। কাঠি ঠোকার শব্দ আপনি শুনতে পেলেন কিনা এবং কতবার শুনলেন সেটা আমাকে বলবেন। দেশলাই-দানিটা কোথায় ?"

দেশলাই-দানিটা খালি ছিল, তবে মিস নরিসের ঘরে দেশলাই পাওয়া গেল, আর পরীক্ষাটাও করা হল। প্রতিটি ঠোকার শব্দই স্পষ্ট শোনা গেল, এমন কি একটা দরজা বন্ধ করে দিয়েও।

"আমি শুনেছি আপনার দরজা ও নরিসের দরজা দুটোই খোলা ছিল ; জানালাটা এখনকার মতই বন্ধ ও ভিতর থেকে আটকানো ছিল, আর ব্রুচ ছাড়া আর কিছুই খোয়া যায় নি।"

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।"

"ধন্যবাদ মিসেস কাজেনোভ। এই মুহূর্তে আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আমি মনে করি স্যার জেমস্", —ব্যারনেট দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন ; তার দিকে ঘুরে হিউইট বলল, "এবার আমরা অন্য ঘরটা দেখব এবং আপনার অনুমতি পেলে বাড়ির বাইরে একটু হেঁটে বেড়াব। ভাল কথা, আমার তো ধারণা, প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনার সময় ফেলে-যাওয়া দেশলাই পাওয়া যাবে না।"

"না", স্যার জেমস্ জবাব দিলেন। "এখানে কিছুই পাওয়া যাবে না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোকটি হয় তো তারটা রেখে দিতে পারে।"

মিসেস আর্মিটেজ যে ঘরটায় ছিলেন তার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। জানালার কয়েক ফুট নীচে বিলিয়ার্ড-ঘরের ছাদটা দেখা যাচ্ছিল, তাতে অনেকগুলি স্কাই-লাইট। ঘরটা ছেড়ে যাবার আগে হিউইট সেই সব লোকের নাম জানতে চাইল যারা তিনটি ডাকাতির সময়ই বাড়িতে ছিল।

বলল, "নিজের মনটাকে একবার পিছন দিকে ফেরান স্যার জেমস্। ধরুন, নিজেকে দিয়েই শুরু করুন। ঐ তিনটি সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন ?"

www.BanglaBook.org

"মিসেস হিথের ব্রেসলেট যখন হারায় তখন সারাটা বিকেল আমি ছিলাম ট্যাগ্‌লি উড-এ। মিসেস আর্মিটেজের অলংকার চুরির সময় আমি কাছাকাছি কোথাও ছিলাম বলেই আমার বিশ্বাস। গতকাল আমি গোলাবাড়িতে গিয়েছিলাম।" স্যার জেমসের মুখটা প্রসারিত হল। "এগুলিকে আপনি সন্দেহজনক গতিবিধি বলবেন কি না আমি জানি না।" কথাগুলি বলে তিনি হেসে উঠলেন।

"মোটেই বলব না; আমি প্রশ্নটা করলাম যাতে নিজের গতিবিধি স্মরণ করতে গিয়ে আপনি বাড়ির অন্য সকলের গতিবিধিও ভালভাবে স্মরণ করতে পারেন। আচ্ছা, আপনার জ্ঞানমত এই বাড়ির অন্য কেউ—মনে রাখবেন অন্য যে কেউ—কি ঐ তিনটি ঘটনার সময়ই বাড়িতে ছিল?"

"দেখুন, সব চাকরের হয়ে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। সেটা আপনি জানতে পারবেন একমাত্র সরাসরি প্রশ্ন করে—সেরকম কারও কথা আমার মনে পড়ছে না। আর পরিবারের লোকজন ও অতিথি-অভ্যাগত—তাদের কাউকে আপনি নিশ্চয়ই সন্দেহ করেন না। করেন কি?"

উজ্জ্বল হাসিতে মুখখানি ভরে হিউইট জবাব দিল, "আমি একটি প্রাণীকেও সন্দেহ করি না স্যার জেমস, একটি প্রাণীকেও না। এবার অতিথিদের কথায় আসা যাক। প্রতিবারই কি কোন একজন অতিথি এখানে উপস্থিত ছিলেন—অথবা কেবলমাত্র প্রথম ও শেষ ঘটনার সময়?"

"না, একজনও না। আর আপনি হয় তো জেনে খুশি হবেন যে আমার নিজের বোন এখানে ছিল একমাত্র চুরির সময়।"

"ঠিক তাই। আর আপনার মেয়েটি, আমি যতদূর জানি, প্রতিবারই ঘটনাস্থলে ছিল অনুপস্থিত—আসলে, সে ছিল যার জিনিস চুরি গেছে তারই সঙ্গে। এবার আপনার বোন-ঝির কথা?"

"সে কি? এ সব বাজে কথা ছাড়ুন তো মিঃ হিউইট, আমার বোন-ঝিকে একজন সন্দেহভাজন অপরাধী ভেবে নিয়ে কথা বলতে আমি পারব না। অসহায় মেয়েটি আমার আশ্রয়ে আছে, আমি কোন মতেই এটা হতে দেব না যে—"

হিউইট হাত তুলে প্রতিবাদের ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে লাগল।

"প্রিয় মহাশয়, আমি কি বলি নি যে একটি প্রাণীকেও আমি সন্দেহ করি না? দয়া করে আমাকে জানতে দিন ঘটনার সময় কে কোথায় ছিল। আমিই দেখছি। মিসেস আর্মিটেজের ব্রুচটা যেদিন খোয়া গিয়েছিল সেদিন আপনার বোন-ঝিই তো দেখেছিল যে তার দরজায় তালা দেওয়া ছিল?"

"হ্যাঁ, সেই দেখেছিল।"

"ঠিক সেই রকম—মিসেস আর্মিটেজ যখন ভুলে গিয়েছিল সে দরজায় তালা দিয়েছিল কি না। আর গতকাল—তখনও কি সে বাইরে গিয়েছিল?"

"না, আমি তা মনে করি না। আসলে সে বাইরে খুব কমই যায়—তার স্বাস্থ্য তো বরাবরই খারাপ। হিথের চুরির সময়ও সে বাড়িতেই ছিল। কিন্তু দেখুন, এটা আমি পছন্দ করি না। সে এর বিন্দুবিসর্গও জানে এটা ধরে নেওয়াটাই তো হাস্যকর।"

"আগেই তো বলেছি, আমি এটা ধরে নেই নি। আমি কেবল তথ্য জানতে চাইছি। এরাই তো

www.BanglaBook.org

আপনার পরিবারের সব লোক যারা এ বাড়িতে বাস করে। আর কারও গতিবিধি সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না—হয়তো একমাত্র লয়েডের গতিবিধি ছাড়া ?"

"লয়েড ? আপনি নিজেই তো জানেন প্রথম চুরির দিন সে মহিলাদের সঙ্গেই বেরিয়ে গিয়েছিল। অন্যদের কথা আমার মনে পড়ছে না। কাল সম্ভবত সে ঘরেই ছিল, লিখছিল। আমার ধারণা তাতেই সে রেহাই পেয়ে গেল, কি বলেন ?"

স্যার জেমস্ ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে ভদ্র গোয়েন্দাটির প্রশস্ত মুখের দিকে তাকালেন। সে হেসে জবাব দিল :

"ওঃ, কোন মানুষই তো একই সঙ্গে দুই জায়গায় থাকতে পারে না। কিন্তু আমি তো বলেছি, আমার ঘটনাগুলিকে আমি যথাযথভাবে সাজাচ্ছি মাত্র। এবার তাহলে আমরা নীচে নেমে চাকরদের খোঁজে যাই। এরপর কি আমরা বাইরে যাব ?"

লেণ্টন ক্রফ্ট্ একটা মস্তবড় অবিন্যস্ত ধরনের বাড়ি ; তার কোনও অংশই তিনতলার বেশী উঁচু নয়, আর অধিকাংশটাই দুই তলা। বাড়িটা একটু একটু করে বেড়েছে, তারপর এঁকেবেঁকে তার বর্তমান রূপটি ধারণ করেছে। হাঁটতে হাঁটতেই হিউইট বাড়ির বাইরেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। এইমাত্র বাড়ির ভিতর থেকে যে দুটি শোবার ঘরের জানালা সে দেখে এসেছে, তার সামনে এসে সে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। তারপর তারা গেল আস্তাবলে ও গাড়ির আড্ডায়। সেখানে একটি সহিস এক্কা গাড়ির চাকাগুলি জল দিয়ে ধুচ্ছিল।

"আমি ধূমপান করলে কি আপনার আপত্তি আছে ?" হিউইট শুধাল স্যার জেমস্কে। "হয়তো আপনি নিজেও একটা চুরুট হাতে নেবেন—জিনিসটা খুব খারাপ নয় বলেই আমার ধারণা। আপনার এই লোকটার কাছে আমি আগুন চাইব।"

স্যার জেমস্ নিজের দেশলাই-বাক্সের জন্য পকেটে হাত ঢোকালেন, কিন্তু হিউইট ততক্ষণে উধাও। সহিসের কাছ থেকে একটা দেশলাই-বাক্স নিয়ে সে তখন নিজের চুরুটে আগুন ধরাতে ব্যস্ত। একটা ছোট কুকুরের বাচ্চা সেখানে ঘোরাঘুরি করছিল, হিউইট তার মাথাটা একটু চাপড়ে দিল। তারপরই বাচ্চাটা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতেই সহিসও এগিয়ে এসে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। স্যার জেমস্ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ধৈর্য হারিয়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গেলেন।

পুরো পনেরো মিনিট ধরে হিউইট সহিসের সঙ্গে আলাপচারি করে জোরে জোরে পা ফেলে যখন স্যার জেমস্কে ধরে ফেলল তখন ভদ্রলোক তার বাড়ির কাছেই পৌঁছে গেছেন।

হিউইট বলল, "আপনার সহিসের সঙ্গে আলাপ করার জন্য হঠাৎ আপনাকে ফেলে রেখে গিয়েছিলাম বলে আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার জেমস্। কিন্তু একটা কুকুর—একটা ভাল কুকুর দেখলে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, সে আমার মনকে বড়ই টানে।"

"ওঃ !" স্যার জেমস্ সংক্ষেপে উত্তরটা দিলেন।

"আরও একটা জিনিস আমার জানবার আছে : মিসেস কাজেনোভ গতকাল যে ঘরটায় ছিলেন

www.BanglaBook.org

তার ঠিক নীচে দুটো জানালা আছে—প্রতি তলায় একটা করে। সে দুটি জানালা দিয়ে কোন্ ঘরে আলো ঢোকে ?

"নীচের তলার ঘরটা সকাল বেলাকার ঘর ; অপরটি আমার সচিব মিঃ লয়েডের ঘর। পড়ার বা বসবার ঘরও বলতে পারেন।"

হিউইট ব্যারনেটের মেজাজটা ভাল করার জন্য বলল, "একটু লক্ষ্য করলেই আপনি বুঝতে পারবেন স্যার জেম্‌স্, মিসেস হিথের ঘটনার সময় কেউ যদি মইটা ব্যবহার করত তাহলে দুটোর যে কোন ঘর থেকে কেউ তাকালেই সেটা তার চোখে পড়ত।"

"নিশ্চয়। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোকটি তো প্রত্যেককেই প্রশ্নটা করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাটার সময় দুটোর একটা ঘরেও কোন লোক ছিল না বলেই মনে হয় ; অন্তত কেউ কিছু দেখতে পায় নি।"

"তবু আমার ইচ্ছা নিজেই একবার জানালা দুটো থেকে তাকিয়ে দেখব ; তাহলে সেই ঘরে কেউ থাকলে সে কি দেখতে পেত বা পেত না সে বিষয়ে আমি একটা ধারণা করতে পারব।"

স্যার জেম্‌স্ সকালবেলাকার ঘরের দিকে এগোলেন। তারা দুজন দরজার কাছে পেঁছতেই একটি যুবতী একটা বই হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে থেকে বেরিয়ে গেল। হিউইট একপাশে সরে দাঁড়িয়ে তাকে পথ করে দিল। তারপরই প্রশ্ন করল, "স্যার জন, এটি আপনার মেয়ে মিস নরিস কি ?"

"না, আমার বোন-ঝি। আপনি কি ওকে কোন প্রশ্ন করতে চান ? ডোরা, ইনি মিঃ হিউইট আমার হয়ে হতভাগা ডাকাতিগুলোর ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছেন। প্রতিটি চুরির ব্যাপারে তোমার যদি কিছু মনে পড়ে তো সেগুলি ইনি জানতে চান।"

মহিলাটি ঈষৎ মাথা নুইয়ে টেনে টেনে বলল, "আমি, আংকল ? সত্যি বলছি, আমার কিছু মনে নেই ; কিচ্ছু না।"

হিউইট প্রশ্ন করল, "মিসেস আর্মিটেজের ব্রুচটা যেদিন বিকেলে খোয়া যায় তখন তার ঘরের দরজাটা খুলতে গিয়ে আপনি দেখেছিলেন যে সেটা তালাবন্ধ ছিল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ; আমার মনে হয়েছিল সেটা তালাবন্ধ ছিল ; হ্যাঁ, তাই ছিল।"

"চাবিটা কি ভিতরে ফেলে যাওয়া হয়েছিল ?"

"চাবিটা ? ওঃ, না ! আমার তা মনে হয় না ; না।"

"মিসেস হিথের ব্রেসলেটটি যেদিন খোয়া যায় সেদিনকার কোন ঘটনা—তা সে যত তুচ্ছই হোক—কি আপনার মনে পড়ে ?"

"না। সত্যি, আমার কিছুই মনে নেই।"

"গতকালের কথা ?"

"না, কিচ্ছু না। আমার কিছুই মনে নেই।"

www.BanglaBook.org

"ধন্যবাদ", হিউইট তাড়াতাড়ি বলে উঠল। এবার সকালবেলাকার ঘরটা, স্যার জেমস্।"

হিউইট সে ঘরে ঢুকে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র থাকল; জানালা দিয়ে একটু তাকাল। উপরের ঘরটাতে সে একটু বেশী সময় কাটাল। ঘরটা বেশ আরামদায়ক, তবে মেয়েদের মত করে সাজানো। কারুকার্য-করা ছোট ছোট রেশমী কাপড়ের টুকরো ঝুলছে, ম্যাণ্টেল-পিসের উপরটা রেশমের জাপানী পাখা দিয়ে সাজানো। জানালার কাছে একটা খাঁচায় ছিল ধূসর রংয়ের কাকাতুয়া, আর লেখার টেবিলে ছিল দুটি ফুল-ভর্তি ফুলদানি।

স্যার জেমস্ মন্তব্য করলেন, "লয়েড বেশ আরামেই আছে, অ্যা? কিন্তু ব্রেসলেটটা যখন উধাও হয়েছিল তখন তো সে ঘরেই ছিল না, তাহলে সে সময় কেউ এ-ঘরে এসেছিল বলে তো মনে হয় না।"

হিউইট কি যেন ভাবছিল; তার মধ্যেই জবাব দিল, "না, আমারও মনে হয় না কেউ এসেছিল।" তারপর চিন্তান্বিতভাবেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, তারপর একটা পালকের দাঁত-খুটুনি দিয়ে খাঁচার তারে খট্-খট্ আওয়াজ করতে করতে কাকাতুয়াটার সঙ্গে একটু খেলা করল। আবারও জানালার উপরের দিকে তাকিয়ে বলল: "ওই তো মিঃ লয়েড, তাই না? একেবারে যেন উড়ে আসছেন?"

"হ্যাঁ, সেই রকমই মনে হচ্ছে। এখানে কি আপনার আর কিছু দেখার আছে?"

"না, ধন্যবাদ। আর কিছু আছে বলে মনে হয় না।"

দুজনই ধূমপানের ঘরে নেমে গেলেন। স্যার জেমস্ সেখান থেকে সচিবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে গেলেন। তিনি ফিরে এলে হিউইট শান্ত গলায় বলল: "মনে হচ্ছে স্যার জেমস্, অচিরেই আপনার চোরকে আপনার হাতে তুলে দিতে পারব।"

"কী? কোন সূত্র পেয়েছেন না কি? বলছেন কি? আমি তো প্রায় বিশ্বাস করেই বসেছি যে আপনি একেবারেই 'আউট' হয়ে গেছেন।"

"তা বটে। আমি একটা ভাল সূত্রই পেয়েছি, যদিও এখনই সব কথা আপনাকে বলতে পারছি না। কিন্তু সূত্রটা এতই ভাল যে আমি এখনই জানতে চাই অপরাধী ধরা পড়লে আপনি তাকে শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প কি না।"

"সে কি কথা! অবশ্যই শাস্তি দেব", স্যার জেমস্ সবিস্ময়ে বললেন। "কি জানেন, সে ব্যাপারটা আমার হাতে নেই, জিনিসগুলো আমার বন্ধুদের। আর তারা যদি ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চান, আমি কিন্তু তা হতে দেব না—যেহেতু আমার বাড়িতে তাদের জিনিসগুলো খোয়া গেছে, সেই কারণেই অপরাধীকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।"

"অবশ্য, অবশ্য! তাহলে সম্ভব হলে আমি টোয়াইফোর্ডে একটা সংবাদ পাঠাতে চাই একটি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য লোকের মারফৎ—চাকর হলে চলবে না। কেউ কি যেতে পারেন?"

"বেশ তো; লয়েড আছে, যদিও এইমাত্র সে অনেকটা পথ ভ্রমণ করে ফিরেছে। কিন্তু ব্যাপারটা

www.BanglaBook.org

জরুরী হলে সে যাবে।"

"ব্যাপারটা জরুরী। আসলে আজ সন্ধ্যায়ই এখানে দু-একটি পুলিশ আমার চাই, আর আমি চাই অন্য কাউকে কিছু না বলে মিঃ লয়েড নিজেই তাদের নিয়ে আসুন।"

স্যার জেমস্ ঘণ্টা বাজালেন। তা শুনে মিঃ লয়েড এসে হাজির হলেন। স্যার জেমস্ যখন তার সচিবকে নির্দেশাদি দিচ্ছিলেন সেই ফাঁকে হিউইট ধূমপান-ঘরের দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে লয়েড ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই তাকে ধরে ফেলল।

বলল, "আপনাকে এই কষ্টটা দিতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত মিঃ লয়েড, কিন্তু আমাকে আরও কিছু সময় এখানে থাকতেই হবে, আর বিশ্বাস করা যায় এমন কাউকেই পাঠাতেও হবে। আপনি কি একজন পুলিশের লোককে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারবেন? বরং দুজন—দুজন হলেই ভাল হয়। কাজ এইটুকুই। কিন্তু চাকর-বাকরদের কিছুই জানাবেন না, বুঝলেন তো? অবশ্য টোয়াইফোর্ড থানায় একটি মেয়ে-পুলিশ আপনি পাবেন। কিন্তু তাকে যেন আনবেন না। সে সব কাজ থানাতেই চলে, এখানে নয়।" এই রকম কিছু হাল্কা কথাবার্তা বলে মার্টিন হিউইট তাকে বিদায় করল।

হিউইট ধূমপান-ঘরে ফিরে গেলে স্যার জেমস্ হঠাৎ বলে উঠলেন, "কী আশ্চর্য মিঃ হিউইট, আপনার তো খাওয়াই হয় নি! আমি খুবই দুঃখিত। লাঞ্চের সময় পার করেই আমরা ফিরেছিলাম, তারপর এই সব নানান ঝামেলায় খাবার কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। এদিকে সাতটার আগে তো ডিনারও দেবে না। সেক্ষেত্রে আপনাকে যা হোক কিছু এনে দিক। সত্যি, আমি খুবই দুঃখিত। চলুন আমার সঙ্গে।"

হিউইট বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ স্যার জেমস্। এখন আর বেশী খাব না। কয়েকটা বিস্কুট বা ঐ রকম কিছু হলেই চলে যাবে। আর, ভাল কথা, যদি কিছু না মনে করেন তো খাবারটা আমি একাকি বসেই খেতে চাই। আসলে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে নির্জনে একটু ভাবনা-চিন্তা করতে চাই। আমাকে একটা ঘর দিতে পারেন কি?"

"যে ঘর আপনার পছন্দ সেটাই পাবেন। কোথায় যেতে চান? খাবার ঘরটা বড় বেশী বড়, আমার পড়ার ঘরটা আছে, মোটামুটি ভাল, অথবা—"

"আধ ঘণ্টার মত সময়ের জন্য আমি তো মিঃ লয়েডের ঘরেও থাকতে পারি; আশা করি এতে কিছু মনে করবেন না, আর ঘরটা বেশ আরামদায়কও বটে।"

"নিশ্চয়, আপনি যদি চান তো সেখানেই যেতে পারেন। সেখানেই আপনার জন্য যৎসামান্য কিছু খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে খানিকটা মিছরি ও আখরোট পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। ও দুটো আমার বড় প্রিয়।"

"কি বললেন? মিছরি ও আখরোট?" গোয়েন্দাপ্রবরের বিচিত্র রুচির কথা শুনে স্যার জেমস্ হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

www.BanglaBook.org

সচিব ও পুলিশদের নিয়ে গাড়ি যখন ফটক দিয়ে ঢুকল মার্টিন হিউইট তখনই দোতলার ঘর ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। ল্যাণ্ডিং-এর উপরেই দেখা হয়ে গেল স্যার জেমস্ নরিস ও মিসেস কাজেনোভ-এর সঙ্গে। গোয়েন্দার হাতে কাকাতুয়ার খাঁচাটা দেখে তারা দুজনই অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন।

সিঁড়ির উপরেই হিউইট বলল, "মনে হচ্ছে আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই তো টোয়াইফোর্ড থেকে পুলিশ-অফিসাররাও এসে পড়েছেন।" তারা হল-ঘরে মিঃ লয়েডের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হিউইটের হাতের খাঁচাটা দেখে লয়েডের মুখ হঠাৎ কালো হয়ে গেল।

লয়েডের দিকে আঙুল বাড়িয়ে হিউইট অফিসারদের বলল, "আমার ধারণামত, এই লোকটিই অপরাধী।"

"কি, লয়েড?" স্যার জেমস্ ঢোক গিললেন। "না—লয়েড নয়—বাজে কথা!"

হিউইট গম্ভীর গলায় বলল, "উনি নিজে কিন্তু এটাকে বাজে কথা মনে করছেন না, করছেন কি?" লয়েড ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল; তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে; সেদিন সকালে আপিসের দরজায় সে এই মানুষটির গায়ের উপরে ধাক্কা খেয়েছিল। তার ঠোঁট দুটি যেন বিকারের ঘোরে নড়তে লাগল, কিন্তু কোন শব্দ বের হল না। তার বোতাম-ঘর থেকে শুকনো ফুলটা মেঝেতে পড়ে গেল, কিন্তু সে একটুও নড়ল না।

কাকাতুয়া ও খাঁচাটাকে হলের টেবিলের উপর রেখে হিউইট বলতে লাগল, "এটি হচ্ছে তার দুষ্কর্মের সহচর, যদিও এটার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে কোন কাজ হবে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কি বল পলি?"

কাকাতুয়াটি মাথাটা এক পাশে বেঁকিয়ে ডেকে উঠল; তার মুখে কথার খৈ ফুটল, "হুরো পলি! চলে এস।"

স্যার জেমস্ নরিস বিস্ময়ে অভিভূত। চাপা গলায় বলে উঠলেন, "লয়েড—লয়েড! লয়েড—আর ওটা!"

খাঁচাটার গায়ে আস্তে আস্তে টোকা দিতে দিতে হিউইট সংক্ষেপে তার ব্যাখ্যাটা শোনাল, "এটি হচ্ছে তার ক্ষুদে বার্তাবহ, তার উপকারী 'মাকারি'; আসলে, এই হচ্ছে আসল চোর। ওকে ধরুন!"

হিউইটের শেষ কথাটার লক্ষ্য বেচারা লয়েড; চাপা কান্না ও সরব দীর্ঘশ্বাসের মাঝামাঝি একটা শব্দ করে লয়েড শটান মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিল, দুই পুলিশ তার দুই হাত ধরে চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বসিয়ে দিল।

এক বা দুই ঘণ্টা পরে স্যার জেমসের পড়ার ঘরে বসে দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে হিউইট বলল, "পদ্ধতি? আমার কোন বিশেষ পদ্ধতি আছে তা আমি বলতে পারি না। আমি একে বলি কাণ্ডজ্ঞান ও এক-জোড়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ। এই দুটির সাহায্যে এগোলে এই কেসে কোন মানুষ সঠিক পথে না

www.BanglaBook.org

চলে পারে না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোকটির মতই আমিও দেশলাই দিয়েই শুরু করেছিলাম, কিন্তু আমার একটা সুবিধা ছিল যে তিনটি কেসকে আমি একসূত্রে গাঁথতে পেরেছিলাম। শুরু থেকেই বলি। মিসেস কাজেনোভ-এর ঘরে দেশলাইটা রেখে যাওয়া হয়েছিল পরিষ্কার দিনের আলোয়। এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে জানালার ঝকঝকে আলোর মধ্যে টেবিলের উপরটাকে আলোকিত করার জন্য দেশলাইটা ব্যবহার করা হয় নি ; সুতরাং সেটাকে ব্যবহার করা হয়েছে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ; সে উদ্দেশ্যটা কি তা আমি সেই মুহূর্তে অনুমান করতে পারি নি। আপনারা জানেন, স্বভাব-চোররা কখনও কিছু না দিয়ে কিছু নেয় না ; এটা তাদের এক ধরনের কুসংস্কার ঃ একটা পাথর, একটুকরো কয়লা, বা ঐ রকম কোন একটা জিনিস গৃহস্থের বাড়িতে না রেখে তারা কখনও সে-বাড়িতে চুরি-ডাকাতি করে না। প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল যে দেশলাইটাও সেইরকমই একটা প্রতিদান চোরের পক্ষ থেকে। তাছাড়া, দেশলাইটা হয়তো সে ঘরে ধরানোই হয় নি, কারণ সেরকম কোন শব্দ কেউ শোনে নি। অতএব অনুমান করা যেতে পারে যে দেশলাইটা অন্যত্র ধরানো হয়েছিল এবং তখনই নিভিয়ে ফেলাও হয়েছিল। এই সব কিছু থেকেই বুঝতে পারলাম যে উদ্দেশ্য যাই হোক দেশলাইটাকে দেশলাই হিসাবেই ব্যবহার করা হয় নি, ব্যবহার করা হয়েছে একটুকরো সুবিধাজনক কাঠ হিসাবে।

"এ পর্যন্ত ঠিক আছে। দেশলাইটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পেলাম, আপনারা নিজেরাও দেখতে পাবেন, কাঠিটার গায়ে কতকগুলি কাটা-কাটা দাগ আছে। দাগগুলি খুবই ছোট, ভাল করে লক্ষ্য না করলে চোখেই পড়ে না ; কিন্তু দাগগুলি আছে এবং তাদের অবস্থান বেশ হিসাব-মাফিক। এই দেখুন—প্রত্যেক দিকে দুটো করে দাগ, এবং প্রতিটি দাগ অপর দিকের একটি দাগের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত। তখন মনে হয়েছিল যে দেশলাইয়ের কাঠিটাকে একটা কোন ধারালো যন্ত্রের মধ্যে ফেলে চেপে দেওয়া হয়েছিল,—আর সেই যন্ত্রটা ছিল, কথাটা আপনাদেরও মনে হতে পারে—অনেকটা পাখির ঠোঁটের মত।

"এইবার আমার মাথায় একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল। একটা পাখি ছাড়া অন্য কোন জীবিত প্রাণী মই ছাড়াই মিসেস হিথের অথবা মিসেস আর্মিটেজের জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারে ? পরিষ্কার জবাব, কেউ পারে না। আরেকটা অর্থবহ ব্যাপার, অন্য অনেক জিনিস কাছাকাছি থাকলেও একবারে মাত্র একটি জিনিসই চুরি হয়েছে। কোন মানুষ হলে একবারে অনেক বেশী জিনিস নিয়ে যেত, কিন্তু পাখি তো ঠোঁট দিয়ে একটার বেশী জিনিস একবারে নিতে পারে না। কিন্তু একটা পাখি তার ঠোঁটে করে একটা দেশলাই নিয়ে আসবে কেন ? নিশ্চয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাখিটাকে এই কাজটা করা শেখানো হয়েছে, এবং একটু চিন্তা করতেই উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। পাখিটা যদি কলকণ্ঠ হয়ে ডাকাডাকি শুরু করে তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গেই সে ধরা পড়ে যাবে। সুতরাং তাকে এমনভাবে ট্রেনিং দিতে হবে যাতে ঘরে ঢোকার সময় এবং চুরির মাল নিয়ে ফিরে আসার সময় পাখিটা চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়। সে ক্ষেত্রে ঘরে ঢোকার সময় একটা দেশলাই ঠোঁটে নিয়ে যাওয়া এবং ফেরার সময় সেটাকে ঠোঁট থেকে ফেলে দিয়ে চুরির মালটাকে ঠোঁটে করে নিয়ে আসা—এই উভয়

www.BanglaBook.org

ট্রেনিংই পাখিটাকে দিতে হবে। চতুর লয়েড পাখিটাকে সেই ট্রেনিং দিয়েই কাজ ফতে করার পথটা পরিষ্কার করে ফেলল। এখন প্রশ্ন হল: সেটা কি পাখি? প্রথমেই মনে হল দাঁড়কাক ও ছাতারে পাখির কথা—বিহঙ্গকুলের এই দুই প্রজাতিরই চৌর্যবৃত্তির অখ্যাতি আছে। কিন্তু দেশলাইয়ের উপরকার দাগগুলি এত বেশী দূরে দূরে পড়েছে যে ঐ দুই পাখির ঠোঁটে সেটা সম্ভব নয়। সুতরাং ধরে নিলাম যে সেটা কোন বড় জাতের কুঁচকুঁচে কালো কাক হতে পারে। কাজেই আস্তাবলের কাছে পেঁছেই সেই সুযোগে আমি আপনার সহিসের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নানা রকম পোষা জীবজন্তুর কথা আলোচনা করলাম এবং তার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে এ অঞ্চলে ঐ ধরনের কাক বড় একটা চোখে পড়ে না। তাছাড়া, কাকরা পোষ মানে বলেও কখনও শুনি নি।

"তারপরেই দেখতে পেলাম যে মিঃ লয়েডের ঘরে একটা পোষা কাকাতুয়া আছে, আর সেটাকে বেশ ভাল করেই চুপচাপ থাকাটা শেখানো হয়েছে। সহিসের কাছ থেকেই আরও জানতে পারলাম যে একাধিকবার তার সঙ্গে মিঃ লয়েডের যখন দেখা হয়েছে তখন কাকাতুয়াটা তার কোটের নীচেই থাকত, আর তখন পাখির মালিক তাকে বুঝিয়েছে যে পাখিটা খাঁচার দ্বার খোলার কায়দাটা শিখে ফেলেছে, তাই কখন সে খাঁচা খুলে পালিয়ে যাবে এই ভয়ে ওটাকে মিঃ লয়েড সঙ্গে সঙ্গেই রাখেন।

"আপনাকে এ সব কথা বলি নি তার কারণ তখনও পর্যন্ত একটা যুক্তি-শৃংখল আমার মনের মধ্যে গড়ে উঠছিল মাত্র, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তেই আমি পেঁছতে পারি নি। তাই তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিঃ লয়েডের ঘরে ঢোকার ফন্দি করলাম। সেখানে যাবার আমার প্রধান উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হল যখন কাকাতুয়াটির সঙ্গে খেলা করতে করতে আমার পালকের দাঁত-খুঁটুনিটার উপর তার ঠোঁটের কামড় বসিয়ে নিতে সক্ষম হলাম।

"আমাকে ধূমপান-ঘরে রেখে আপনি যখন চলে গেলেন তখনই আমি পাখির পালক ও দেশলাই মিলিয়ে দেখলাম দুটোর উপরকার দাগ হুবহু একই রকম। তারপর আমার মনে আর কোন সন্দেহই রইল না।

"যখন মিসেস হিথ জানালা খোলা রেখে এবং দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন যে কেউ লয়েডের উঁচু জানালার খোলা শার্শির উপর উঠে পাখিটাকে উপরের জানালার গোবরাটের উপর রেখে দিতে পারে। দেশলাইটা পাখির ঠোঁটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল (উদ্দেশ্যটা আগেই বলেছি)। পাছে কোন কিছুর সঙ্গে ঘষা লেগে কাঠিটা জ্বলে উঠে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটায় অথবা নিজেই চমকে উঠে ডাকতে শুরু করে, তাই সেটাকে আগেই জ্বালিয়ে ও নিভিয়ে দিয়ে তারপর তার ঠোঁটে ঢুকিয়ে দেওয়া হল; সেই কাঠিটাকে সে অবশ্যই ঠিক সেই জায়গাতেই ঠোঁট থেকে ফেলে দেবে যেখান থেকে চুরির মালটাকে তুলে নেবার ট্রেনিং তাকে দেওয়া হয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন, চুরির প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশলাইটা পাওয়া গেছে চুরি-করা মালটার ঠিক পাশেই—কোন মানুষ-চোর যদি কাজটা করত তা হলে তিন-তিনবার একটা পোড়া দেশলাই একই ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখার আকস্মিক যোগাযোগ অবশ্যই ঘটত না। আর লয়েড তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বেশ বুদ্ধি করেই দেশলাইয়ের কাঠটাই বেছে নিয়েছে,

www.BanglaBook.org

কারণ এ জিনিসটা ড্রেসিং-টেবিলের উপর দেখতে পেলেও কারও মনে কোন সন্দেহ জাগবে না। বরং সহকারী গোয়েন্দাদের দৃষ্টিকে ভুল পথে ঘুরিয়ে দেবার কাজটা সমাধা করবে।

"মিসেস আর্মিটেজের ক্ষেত্রে দামী আংটিটা ফেলে রেখে একটা সাধারণ ব্রুচ চুরির ব্যাপার থেকেও সহজেই অনুমান করা যায়, কাজটা যে করেছে সে হয় বোকা আর না হয় তো দুটো জিনিসের দামের তারতম্য বুঝতে অক্ষম; অথচ তার কাজের অন্য সব নমুনা দেখে বোঝা যায় সে বোকা নয়। তাছাড়া, দরজাটা তালাবন্ধ ছিল, জানালাটা ছিল মাত্র আট-দশ ইঞ্চি খোলা, তাও একটা ব্রাশ দিয়ে ঠেকনো দেওয়া। একটা মানুষ-চোর যদি ওই পথে ঘরে ঢুকত তাহলে ব্যবস্থাটার নড়চড় হত এবং ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়ে যাবার সময় সেটাকে ঠিক করে রাখার চেষ্টায় সময় নষ্ট করত না, বিশেষত যে চোর এতই তাড়াতাড়ি কাজটা সমাধা করেছিল যে পিনটাকে না খুলেই ব্রুচটাকে একটানে ছিঁড়ে নিয়েছিল। জানালা যেটুকু খোলা ছিল পাখিটা তার ভিতর দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল, এবং সম্ভবত নখ দিয়ে কুশনটাকে চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে ব্রুচটাকে পিন-কুশন থেকে ছিঁড়ে তুলে নিয়েছিল।

"এখন গতকালের ঘটনায় পরিস্থিতির একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। এবার জানালাটা বন্ধ আর দরজাটা খোলা অবশ্য মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, আর সেই সময়টুকুতে কারও আসা বা যাওয়ার কোন শব্দ শোনা যায় নি। তাহলে এটা কি সম্ভব নয় যে মিসেস কাজেনোভ ঘরে থাকতেই চোর আগে থেকেই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, এবং মহিলার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে জিনিসটি সরিয়ে ফেলেছিল। ঘরটাতে জানালা-দরজার পর্দা, ঝালর, আরও কত কিছুই ছিল যার মধ্যে একটা পাখি সহজেই লুকিয়ে ছিল এবং কাজটি সেরে নিঃশব্দে দ্রুত স্থানত্যাগ করেছিল। ব্যাপারটা একটু বিচিত্র সন্দেহ নেই। আজকাল এ ধরনের অদ্ভুত প্রক্রিয়ার চুরি-ডাকাতি হামেশাই ঘটছে। এর মধ্যে অসম্ভব কিছু নেই—ভেবে দেখুন তো প্রতি সপ্তাহে কিছু পয়সার জন্য লণ্ডনের পথে পথে কত উন্নত মানের শেখানো-পাখির খেলা দেখানো হয়।

"অতএব, এক কথায় বলা যায়, আমার অনুমান সঠিক বলেই ধরে নিলাম। কিন্তু সেই পথ ধরে আরও অগ্রসর হবার আগে একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাইলাম, একজন অপরিচিত লোকের সামনেও পলি তার খেলাটা দেখায় কি না। সেই জন্য একটা ওজুহাত বানিয়ে লয়েডকে বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম, যাতে পাখিটার সঙ্গে একাকি ঘণ্টাখানেক সময় কাটাতে পারি। সকলেই জানেন, মিছরির টুকরো কাকাতুয়ার খুব প্রিয় খুষ; কিন্তু দুই ভাগ করা আখরোট আরও বেশী প্রিয়—বিশেষত পাখিটা যদি আখরোট খেতে অভ্যস্ত হয়; তাই আপনাকে ওই দুটি খাদ্য আমাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম। পলি প্রথমে একটু লাজুক ভাব দেখাল, কিন্তু পশু-পাখিকে পোষ মানাতে আমিও কম ওস্তাদ নই, একটু ধৈর্য ধরে চেষ্টা করতেই সে আমাকে পুরো খেলাটাই দেখিয়ে দিল। দেশলাইটা নিয়ে পলি নিঃশব্দে লাফিয়ে টেবিলে উঠে গেল, অতি দ্রুত সব চাইতে চকচকে যে জিনিসটা পেল সেটাকেই ঠোঁটে তুলে নিল দেশলাইটাকে ফেলে দিয়ে এবং ঘরময় ছুটতে শুরু করল; কিন্তু চোরাই মালটা কিছুতেই সে আমাকে দিতে রাজী হল না। তা না হোক, সে যতটা করেছে আমার

www.BanglaBook.org

পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। সেই সুযোগে আমি আরও একটা কাজ সেরে নিলাম। সামান্য চেষ্টাতেই আংটি ও ছোটখাট গয়নার একটা ক্ষুদে সংগ্রহ-শালা আবিষ্কার করে ফেললাম—সেগুলি নির্ঘাৎ ব্যবহার করা হয়েছিল পলির শিক্ষার কাজে। লয়েডকে যখন লণ্ডনেই পাঠানো হল তখন তাকে দিয়েই নির্বিঘ্নে আরও একটা কাজ করিয়ে নিলাম—সঙ্গে করে পুলিশ নিয়েই সে এসে হাজির হল। সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে কোন গোলমাল হবে না ; আমি নিশ্চিত জানি সব দোষ সে স্বীকার করবে। এ-ধরনের লোকদের আমি চিনি। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, মিসেস কাজেনোভের ব্রুচটা ফেরৎ পাওয়া যাবে না। আজই সে লণ্ডন গেছে ; অতএব মালটা নিশ্চয় ভাঙ্গা হয়ে গেছে।"

কখনও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে, কখনও বিস্ময় প্রকাশ করে স্যার জেমস্ এক মনে হিউইটের সব কথাই শুনলেন। তার কথা শেষ হলে কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কিন্তু মিসেস আর্মিটেজের ব্রুচটা বন্ধক দেওয়া হয়েছিল, এবং দিয়েছিল একটি স্ত্রীলোক।"

"ঠিক। আমার ধারণা আমাদের বন্ধু লয়েড এই সব ছোটখাট জিনিস পেয়ে বিরক্ত হয়ে ব্রুচটা লণ্ডনে তার কোন অনুরাগিণীকে দিয়েছিল, আর সেই নারীই জিনিসটার ফায়দা তুলেছে। স্বভাবতই এসব মানুষ সঠিক ঠিকানা দেয় না।"

কয়েক মিনিট ধরে দুজন নীরবে চুরুট টানল ; তারপর হিউইট আবার বলতে শুরু করল : "আমার বিশ্বাস আমাদের বন্ধুটির এই পাখির কারবারটা ভালভাবে চলে নি। মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে সে সফল হয়েছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে আরও অনেক ক্ষেত্রে, আর তাতে মনোকষ্ট ভোগ করেছে অনেক যার কোন খবরই আমাদের জানা নেই। কিন্তু মতলবটা সে ফেঁদেছিল মন্দ নয়। পাখিটা যদি কখনও চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ত তাহলে সব দোষ হত নন্দ ঘোষের—ওই শয়তান পাখিটার ! তার মনিব তখনও তার অপেক্ষাতেই বসে থাকত সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে !"